# সংস্কৃতি সংস্কার ও ইসলাম

মানুষের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সামাজিক রীতিকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতিকে তাহযীব, তামাদ্দুন, আদাব, শিষ্টাচার, কালচার ইত্যাদি বলা হয়। যেমন:

ঈদ আল্-ফিতর ও ঈদ আল্-আদ্বহা উজ্জাপন করা। সাক্ষাতে সালাম দেয়া। ভাল কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। নারী-পুরুষের অবৈধ মিলামিশা, সুধ, ঘুষ, মদ, জুয়া, পরনিন্দা ও চুগলখুরী বর্জন করা। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সহ সকলের সাথে সদাচার করা। সবার সাথে ন্যায়, সাম্য, ইনসাফ ও সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি হল ইসলামী রীতি, ইসলামী শিষ্টাচার তথা মুসলিম সংস্কৃতি।

জন্মদিন, মৃত্যুদিন সহ নানা দিবস উজ্জাপন করা। কবর, মিনার বা সৌধে ফুল দেয়া, নববর্ষ উজ্জাপন ইত্যাদি, পশ্চিমা সংস্কৃতি হিসাবে পরিচিত এসব রীতি হচ্ছে খৃষ্টান কালচার।

আর শালি-দুলাভাই ও দেবর-ভাবীর রং-তামাশা, মৃত বাড়ীতে ৩য় দিনে ফল বিতরন ও ৪০ তম দিনে খাদ্য উৎসব, বিবাহে যৌতুক, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা, গান-বাজনা ইত্যাদি হচ্ছে হিন্দু সংস্কৃতি।

সংস্কার অর্থ মেরামত করা, ঠিক করা। বাস্তব জীবনে সামাজিক ভাবে মেনে চলা প্রথাকে সংস্কার বলা হয়। যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিছু প্রথা অনর্থক ও অকল্যানকর। এসব প্রথাকে বলা হয় কুসংস্কার।

সংস্কৃতি ও সংস্কার একদিনে তৈরী হয়নি। এসব তৈরী হয় কোন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। আর বিশ্বাস থেকে ধর্মের উৎপত্তি। তাই বলা যায় প্রায় প্রতিটি সংস্কার ও সংস্কৃতিই কোন না কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলাম মানব জাতির পরিপূর্ন জীবন বিধান। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে মুসলমান হবার অর্থ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম তথা ইসলামী রীতিনীতি মেনে চলাকে নিজের উপর অবধারিত করে নেয়া। যার বিনিময়ে পাওয়া যাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। সংস্কার ও সংস্কৃতি যেহেতু মানব জীবনের একটি অংশ তাই এ ব্যাপারে ও ইসলামী রীতির বাহিরে যাবার এখতিয়ার কারো নেই। যে গেল সে পাপ করল। গোনাহ করল। নিম্নে একটি উদাহরন পেশ করা হল:

ইয়াহুদদের খ্যাতনামা আলিম আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তাওরাতে আখেরী নবী সম্পর্কে দেয়া বর্ননার আলোকে মুহাম্মাদ সাঃকে দেখেই চিনে ফেললেন আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ বলেন: প্রথম দেখাতেই আমি তাঁকে চিনে ফেলেছি। আমি তাঁকে এমন ভাবে চিনেছি যেমন চিনেছি আমার সন্তানদের।

আব্দুল্লাহ বিন সালাম সদলবলে ইসলাম গ্রহন করলে সাহাবাগণ খুব খুশি হলেন। খুশি হলেন রাসূল সাঃ নিজেও। আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও ইসলাম গ্রহন করে যারপর নেই খুশি।

ইয়াকুব আঃ বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে মান্নত করলেন: আল্লাহ সুস্থতা দান করলে তিনি তার প্রিয় খাবার বর্জন করবেন। ইয়াকুব আঃর প্রিয় খাবার ছিল উটের মাংস। আল্লাহ সুস্থতা দান করলে ইয়াকুব আঃ উটের মাংস বর্জন করেন। পরিহার করেন উটের দুধ ও। দেখাদেখি তাঁর সন্তানগণও উটের মাংস ও দুধ পরিহার করে চলল। এভাবে দিনে দিনে উটের মাংস ও দুধ সামাজিক ভাবে বনী-ইসরাঈলের পরিত্যাজ্য বস্তুতে পরিনত হয়।

আল্লাহর দেয়া হালাল খাদ্যকে এভাবে পরিহার করায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। ফলে উটের মাংস ও দুধ তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়। আর শনিবার ছিল ইয়াহুদদের ইবাদাতের দিন। ইয়াহুদ সমাজে শনিবারকে খুব গুরুত্ব দেয়া হত। ইহা ছিল ইয়াহুদ সমাজের সংস্কৃতি ও সংস্কারের অংশ।

মুসলমান হবার পর ও আব্দুল্লাহ বিন সালাম পুরানো সংস্কৃতি ও সংস্কার বজায় রাখলেন। তিনি উটের মাংস এড়িয়ে চলতেন এবং শনিবারকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

ইসলামী শারীয়াহ বহির্ভুত কোন সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রতি আব্দুল্লাহ বিন সালামের এ আকর্ষন আল্লাহর পছন্দ হল না। তাই আল্লাহ ফরমান জারি করলেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম জাতির জন্য দিকনির্দেশনা হিসাবে নাযিল হল:

মুঅ্মিনগণ! পরিপূর্ন ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। *(নামাজ রোজায় ইসলাম আর সংস্কার সংস্কৃতিতে অন্যতা করে)* শয়তানের পদাংক অনুকরন কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(ইসলামের সত্যতা বর্ননায়)* সুস্পষ্ট প্রমান আসার পরও যদি *(ইসলামী সংস্কার ও সংস্কৃতি থেকে)* তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জেনে রেখ! আল্লাহ আ'যীয, হা'কীম। *(আল্লাহ অপ্রতিরোদ্ধ। শারীয়াহ বহির্ভুত অপসংস্কৃতি ও অপসংস্কারের জন্য তিনি আযাব দিলে কেউ তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। তিনি প্রজ্ঞাময়। এসব কারনে আযাব অবধারিত হলেও তিনি তোমাদের আযাব না দিয়ে সুযোগ দেন। ইহা তাঁর হিকমতের অংশ বিশেষ।)* (২ বাকারাহ: ২০৮)

তাই যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করা সত্বেও ইসলামী সংস্কার ও সংস্কৃতি বাদ দিয়ে অন্য সংস্কার ও সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়েন তারা যে পুর্নাঙ্গ মুসলমান নয়: উক্ত আয়াত চুখে আঙ্গুল দিয়ে কথাটি বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ইসলাম মানব জাতির জন্য পরিপূর্ন জীবন বিধান। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলামী শারীয়া'হ। সংস্কৃতি ও সংস্কার মানব জীবনের একটি গুরুত্ব পূর্ন বিষয়। তাই এ বিষয়েও রয়েছে ইসলামের মৌলিক দিক নির্দেশনা।

কবিতা, গাণ, কাহিনী, হাসি, কৌতুক ইত্যাদি বলার ও রচনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা ও দিক নির্দেনা বর্নিত হয়েছে হাদীছের কিতাবাদিতে।
কখন কি করা যাবে, কখন যাবে না। কোন দিনকে গুরুত্ব দিকে সামাজিক ভাবে উজ্জাপন করতে হবে ? কি কি অনুষ্ঠান পালন করা যাবে ? নতুন সন্তান জন্ম নিলে, নতুন বিয়ে করলে বা কেহ মারা গেলে কি করতে হবে ? ইতাদি সকল বিষয়ে নীতিমালা ঠিক করা আছে ইসলামী শারীয়ায়।
সবাই এসব নীতিমালা মেনে নিয়ে জীবন ভর মেনে চলতে হবে। শারীয়া'হ বর্নিত সংস্কার ও সংস্কৃতি ছাড়া আর যত সংস্কার ও সংস্কৃতি আছে সব বর্জনীয়, পাপ, অপসংস্কৃতি ও অপসংস্কার। যেমনঃ

জন্মদিন, মৃত্যুদিন সহ নানা দিবস পালন করা। রাশিফল ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা।
ওরশ, জাসনে জুলুস, কুলখানি, চেহলাম, এখানে ওখানে ফুল দেয়া, এক মিনিট আধা মিনিট নিরবতা পালন।
এক দিবসে লাল শাড়ী, আরেক দিবসে হলুদ শাড়ী। এক দিনে পান্থা ভাত, আরেক দিনে গরম ভাত ইত্যাদি।
এসব ইসলামী সংস্কৃতি নয়। বরং ইসলাম বহির্ভূত অপসংস্কৃতি ও অপসংস্কার ? এসব বর্জনীয় ও পাপ।

বিষয়টি পরীস্কার হওয়া সত্বেও জেনে বুঝে যে ব্যক্তি এসব অপসংস্কৃতি ও অপসংস্কারে বিশ্বাস করে ও এসব পালন করে সে পূর্নাঙ্গ মুঅ্মিন নয়। বরং শয়তানের পদাংক অনুকরণকারী, চির জাহান্নামী মুনাফিক।